

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

103694 - যবে ব্যক্তি দুই কব্জরি জয়নেট থেকে দুই কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করে কনিতু কব্জা ধৌত করে না তার ওয়ুর হুকুম

প্রশ্ন

কছি মুসলমি ওয়ুতে হাত ধোয়ার সময় কব্জা থেকে কনুই পর্যন্ত ধৌত করে। দুই হাতের কব্জাকি ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত করে না। এটার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ওয়ুর সময় যবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া আবশ্যিক, সটোর ববিরণ কুরআনে এসছে, “হে মু’মনিগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য উঠবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করবে। আর তোমাদের মাথা মাসহে করবে এবং গোড়ালি ওপরের গাট পর্যন্ত পা ধৌত করবে।”[সূরা মায়দো: ৬] আল্লাহ তায়ালা মুখ ধোয়ার পর কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধোয়া আবশ্যিক করছেন। এটি বাস্তবায়ন হবে না যদি না হাতদ্বয়ের কব্জতি বদ্যমান আঙুলগুলোর ডগা থেকে শুরু করে কনুই পর্যন্ত ধৌত করা না হয়। যবে ব্যক্তি দুই হাতের কব্জরি জয়নেট থেকে কনুই পর্যন্ত ধোয়ার মধ্যে সীমতি থাকল সে এই ফরযটি আদায় করল না।

ওয়ুর শুরুতে হাতের কব্জা ধৌত করা এটি সুন্নত হিসেবে ধৌতকরণ। অধিকাংশ মাযহাবের আলমেদেরে মতানুযায়ী এই ধৌতকরণ ফরযের পরবর্ত্তে যথেষ্ট হবে না। তবে হানাফী মাযহাবের আলমেদেরে মতে যথেষ্ট হবে।

অধিকাংশ মাযহাবের আলমেগণ মনে করেনে ওয়ুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ক্ষত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যিক। আয়াতে বর্ণতি ধারাবাহিকতা অনুযায়ী অঙ্গসমূহ ধৌত করতে হবে: প্রথমে মুখমণ্ডল ধোয়া, তারপর দুই হাত ধোয়া, তারপর মাথা মাসহে করা এবং শেষে পা ধোয়া।

সুতরাং ওয়ুর শুরুতে দুই হাতের কব্জদ্বয় ধৌত করলে সটো পরবর্ত্তীতে হাতের সাথে কব্জদ্বয় ধোয়ার পরবর্ত্তে যথেষ্ট

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

হবে না। কারণ এতে করে বন্ধ্যাস নষ্ট হয়ে যাবে। দুই হাত ধোয়ার মাঝখানে মুখ ধোয়াকে প্রবশে করানোর কারণে। ওয়াজবি হল মুখ ধোয়ার পরে পুরো দুই হাত ধৌত করা।

সারকথা হল: কটে যদি ওযুতে প্রথমতে হাতের কব্জদ্বয় ধৌত করে, তারপর কুলি করে ও নাকে পানি দিয়ে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে, এরপর কব্জরি জয়েন্ট থেকে কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করে; তাহলে অধিকাংশ মাযহাবের আলমেদরে মতে তার ওযু সঠিক হয়নি।

শাইখ ইবনে জবিরীন হাফযাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসে করা হয়: ‘ওযুর শুরুতে হাতের কব্জদ্বয় ধোয়াকে যথেষ্ট মনে করে যে ব্যক্তি হাতের কব্জি না ধুয়ে কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করে তার হুকুম কী? তাকে কি পুনরায় ওযু করতে হবে?’

তিনি উত্তর দেন: ‘ওযুতে হাতের কব্জি না ধুয়ে শুধু বাহু ধোয়ার মাঝে সীমতি থাকা নাজায়যে। বরং মুখ ধোয়া শেষে হল দুই হাত ধোয়া শুরু করবে। আঙুলগুলোর ডগা থেকে কনুই পর্যন্ত গোটা হাত ধৌত করবে। যদিও মুখ ধোয়ার আগে হাতের কব্জদ্বয় ধুয়ে থাকুক না কেন। যহেতে কব্জদ্বয় ওযুর প্রথমতে ধোয়া সুন্নত; আর মুখ ধোয়ার পরে ধোয়া ফরয। তাই কটে যদি হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত ধোয়ার মধ্যে সীমতি থাকে সে আদম্বিট ফরয পূরণ করল না। তাকে ওযু শেষে করার পর পুনরায় ওযু করতে হবে। আর যদি খুব কাছাকাছি সময়ে হয় তাহলে যে অংশটুকু বাদ পড়ছে সেটো ধৌত করতে হবে। অর্থাৎ তখন সে দুই হাতের কব্জদ্বয় ধৌত করবে এবং তৎপরবর্তী অঙ্গগুলো ধৌত করবে।’[‘আল-লুলুউল মাকীন মনি ফাতাওয়াশ শাইখ ইবন জবিরীন’ (পৃ-৭৭)]

শাইখ ইবন উছাইমীন রাহমাহুল্লাহ বলেন: ‘এখানে আমরা একটু সময় নবি যাতা করে এমন একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি যিটোর ব্যাপারে অনেকে মানুষ গাফলে। তারা হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত ধৌত করে; এ ধারণা থেকে যে, মুখ ধোয়ার আগে হাতের কব্জি ধোয়া হয়েছে। এটি অসঠিক। অবশ্যই দুই হাত আঙুলের ডগা থেকে কনুই পর্যন্ত ধৌত করতে হবে।’[‘আল-লিকাউশ শাহরী’ (৩/৩৩০)]

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।